ঘর পরিষ্কার না হলে ট্যারান্টুলা ঢুকতে পারে কলকাতাতেও

অভিরূপ দাস

বাড়ির কাছে আবর্জনা, জঞ্জাল, মজা পুকুর। বড় একটা পা পরে না কারও। নিরিবিলি এই পরিবেশ তার পছন্দের। পোকা, কুনো ব্যাঙ খেতে এখানেই বাসা। ছোটো ছোটো সেই মাটির গর্ত দেখলে পা সড়ান। গর্তে লুকিয়ে শহরের নতুন আতঙ্ক।

ইতিমধ্যেই সুদূর লাতিন আমেরিকা থেকে ঢুকে পড়েছে মেদিনীপুরে। মোটে ১০৮ কিলোমিটার পেড়িয়ে পরের গন্তব্য কলকাতা নয়তো?

কলকাতার কাছে নদী নেই ভেবে পাশ কাটাচ্ছেন যাঁরা, ভয় কাটেনি তাঁদের। বাড়ির আশপাশে জঞ্জালের স্তূপ। কাছেই পুকুর রয়েছে। সাধের বাগান পরিষ্কার হয় না অনেকদিন। তবে ঘরের টিকটিকির পিছু নিয়ে ঢুকে পড়তেই পারে ট্যারান্টুলা।

"মূলত পোকামাকড় খায় এই ধরনের মাকড়শা। বৃষ্টি কম হলে পোকামাকড়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে তারা। দেওয়ালের টিকটিকি, কিংবা ছোট পতঙ্গের টানেই ঢুকে পড়ে গৃহস্থ বাড়িতে" জানিয়েছেন বিজ্ঞানী শঙ্কর তালুকদার। রাতে ঘুমের মধ্যে যদি দেখেন রোমশ কিছু হেঁটে গেল বুকের ওপর দিয়ে, চটপট আলো জ্বালান। অজান্তেই হয়তো থেরাফোসিডা থুড়ি ট্যারান্টুলা ঢুকে পড়েছে।

আফ্রিকার আতঙ্কে ইতিমধ্যেই ভুগছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার মানুষ। জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানী শঙ্কর তালুকদার জানিয়েছেন, সাধারণত জলার ধারে বাসা বাঁধে এই জীব। নরম মাটিতে গর্ত করতে সুবিধে। ডেবরায় কংসাবতীর ধার তাই পছন্দ হয়েছে আটপেয়েদের। তবে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে খাদ্যাভাস, বাসস্থান। শহরে পুরনো গ্যারেজ, ঘাসজমি থেকে বেড়োতেই পারে ট্যারান্টুলা।

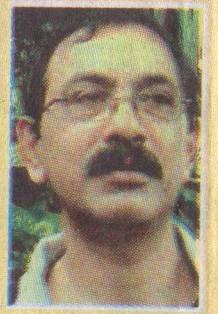

"বাড়ির কাছে আবর্জনা, জঞ্জাল, মজা পুকুর থাকলে পরিষ্কার রাখুন। এসব জায়গাতেই বাসা বাঁধে ট্যারান্টুলা।

—শঙ্কর তালুকদার
বিজ্ঞানী, জুলজিক্যাল সার্ভে

আতঙ্কের আট পা

- মোট প্রজাতি ৯৩১, ভারতে ৮৯ ধরনের
- ওজন ৮৫ থেকে ১৫০ গ্রাম
- লম্বায় ১০ সেন্টিমিটার
- পুরো পা সমান করলে ডিনার প্লেটের মতো
- পছন্দের বাসস্থান- জলের ধারে নরম মাটি
- চোদ্দোতলা বাড়ির ছাদেও উঠে পড়তে পারে অনায়াসে বাড়িতে, ছাদে বাগান থাকলে পরিষ্কার রাখতে হবে। জঞ্জাল জমতে দেবেন না।
- পিপারমিন্ট স্প্রে, ভিনিগার স্প্রে দিতে হবে বাগানের গাছে।
- কেরোসিন তেল মজুত রাখুন। ট্যারান্টুলা দেখলে কেরোসিন তেল স্প্রে করে দিন। শরীরের নরম জায়গায় কামড়ায়।

মাকড়শা দেখলেই মারতে বারণ করছেন বিজ্ঞানীরা। "এই মাকড়শার জন্য অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ট্যারান্টুলার কামড়ে মৃত্যু হয় না। এর কামড় অনেকটা মৌমাছির কামড়ের মতো। শরীরে অ্যালার্জির মতো হয়।" কিন্তু আচমকা কামড়ে আতঙ্কে ভোগেন অনেকেই। ভয়টা বোধহয় ট্যারান্টুলার রূপে। এমনিতেই কদাকার দেখতে মাকড়শা। সেই জাতিতে ট্যারান্টুলা আরও ভয়ংকর। ধূসর খয়েরি। পায়ের ডগায় নখের মতো হুল। কালো কালো ছোপ। বাথরুমের সিস্টার্ন অথবা স্প্লিট এসির কোনা থেকে উঁকি দিলে গা শিউরে উঠবে যে কারও।

আর পাঁচটা মাকড়শার মতো নয় ট্যারান্টুলা। শুঁয়োপোকার গায়ে যেমন রোঁয়া, ট্যারান্টুলার আটটা পা জুড়েও তাই। না কামড়ালেও এই রোঁয়া যেখানেই লাগবে চুলকোতে শুরু করবে। বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, সাধারণত লম্বায় ১০ সেন্টিমিটার হয় এই প্রজাতির মাকড়শা। আটটা পা লম্বা করলে গোল ডিনার প্লেটের সমান। ঘরের ভেতর বাসা বাঁধে না এরা। মাটির ভেতরে অন্ধকারের বাসা এদের পছন্দের। খুব আলো, লোকজন পছন্দ করে না ট্যারান্টুলা। নির্মীয়মাণ বহুতল, অথবা পরিত্যক্ত বাড়ি থাকলে সেখানে বাসা বাঁধতেই পারে ট্যারান্টুলা। সেক্ষেত্রে পরিবেশ পরিষ্কার রাখার নিদান দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ঘরে ট্যারান্টুলার প্রবেশ আটকাতে চাইলে রাখা যেতে পারে ভিনিগার স্প্রে বা পিপারমিন্ট স্প্রে । ভিনিগারের গন্ধ সহ্য করতে পারে না ট্যারান্টুলা। গৃহস্থ বাড়িতে আরেকটি জিনিস সহজলভ্য। কেরোসিন তেল। স্প্রে-র বোতলে কেরোসিন তেল রেখে দিলেই হবে।

বর্ষা এখনও আসেনি শহরে। কম বৃষ্টিতে পোকামাকড়ও কম জন্মায়। পোকামাকড়ের খোঁজেই বেড়োবে তারা, এই সময়টাই সাবধান। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জাল বিছাচ্ছে ট্যারান্টুলা।